চিকিৎসকের অবহেলায় মৃত্যুর অভিযোগ ব্যাপক আলোচিত হলেও কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। ইতিপূর্বে অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে প্রতিকার পেয়েছেন কি না রোগীরা, তাও আমাদের জানা নেই। অবহেলার অভিযোগ সবই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, অনৈতিক প্রাকটিস, দুর্নীতি, যথাযথ ডিগ্রি, সনদ ও প্রশিক্ষণবিহীন চিকিৎসকেরাও চিকিৎসা করেন এ দেশে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭২ সালের অধীনে বিএমডিসি গঠন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। এমনকি সংশি-ষ্ট চিকিৎসককে আজীবনের জন্য চিকিৎসা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে পারে। ক্লিনিক, হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি বিভাগ।

আর দেরি নয়, পরিস্থিতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর বেশি সম্প্রসারিত হলে জনগণ, ক্লিনিক, হাসপাতাল, চিকিৎসক, সরকার পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে যাবে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা আরো বেড়ে যাবে। রোগীদের বিদেশগামিতা আরো বাড়বে। ক্ষমতাধর সুযোগসন্ধানীরা রোগীদের আরো অবহেলা করবে। নগণ্য সংখ্যক চিকিৎসকের অবহেলার দায়ভার পুরো চিকিৎসক সমাজ নিতে পারে না।

আমরা আশাবাদী উচ্চ আদালতের প্রদত্ত নির্দেশেই যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা জনগণের সামনে প্রস্ফুটিত হবে। বিএমএ, গণমাধ্যম কর্মী, আইন বিশেষজ্ঞরা, বিএমডিসি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর এ বিষয়ে আরো ব্যাপক আলোচনা করে উন্নত বিশ্বের মতো কোনোটি অবহেলা, কোনোটি হত্যা আর কোনোটি স্বাভাবিক মৃত্যু নির্ধারণ করবেন। তদন্তে র মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন আর পুরো চিকিৎসক সমাজ, ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোকে অপবাদমুক্ত করবেন।

ডা. মো: শাহিনুল আলম
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (লিভার)
সহযোগী অধ্যাপক, লিভার বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

সা ক্ষা ৎ কা র

সম্প্রতি অল্প সময়ের ব্যবধানে চিকিৎসায় অবহেলার অজুহাত দেখিয়ে হাসপাতাল ভাঙচুর ও ডাক্তার গ্রেফতার নিয়ে দেশের বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার ও নার্সদের মাঝে এক ধরনের ভয় কাজ করছে। এসব প্রেক্ষিতে আমরা দেশের বহুল প্রচারিত স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকা হেলথ ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে দেশের চিকিৎসকবৃন্দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিএমএ'র সম্মানিত মহাসচিব অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমদ-এর একটি একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। হেলথ ম্যাগাজিনের অগণিত পাঠকদের জন্য তা তুলে ধরা হলো–

যে কোনো রোগীর সেবা ও রোগ থেকে মুক্ত করাই একজন চিকিৎসকের মূল লক্ষ্য

– অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমদ

ইবনে সিনার চিকিৎসক গ্রেফতারের ঘটনায় বিএসএমএমইউয়ে বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতি এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমদ

হেলথ ম্যাগাজিন : সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে চিকিৎসকরা নানা হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন, এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমদ : যে কোনো রোগীর সেবা ও রোগ থেকে মুক্ত করাই একজন চিকিৎসকের মূল লক্ষ্য। কিন্তু চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু হলে সে ক্ষেত্রে চিকিৎসককে সুনির্দিষ্ট তদন্ত ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে কোনো চিকিৎসককে গ্রেফতার বা পুলিশি হয়রানি করা একান্তই অনুচিত। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হলে তা হবে মানবাধিকার পরিপন্থী।

হেলথ ম্যাগাজিন : চিকিৎসকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে (আইনি ও পেশাগত) কী পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমদ : কোনো চিকিৎসক পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে যেকোনো কারণবশত রোগীর মৃত্যু হতে পারে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হলে ভবিষ্যতে যেকোনো চিকিৎসকই গুরুতর অসুস্থ রোগীকে চিকিৎসা দিতে নিরুৎসাহিত হবেন। ফলে গুরুতর অসুস্থ রোগী চিকিৎসককের কাছে ধরনা দিতে দিতে পথিমধ্যেই এক সময় মারা যাবে। সুতরাং এ ধরনের অসুস্থ রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এবং চিকিৎসকদের কর্মস্থলে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যবস্থা নেবে।

হেলথ ম্যাগাজিন : চিকিৎসকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়াতে BMDC কী পদক্ষেপ নিতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমদ : BMDC-এর সামাজিক দায়বদ্ধতা অনেক। BMDC-এর কার্যকারিতা বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের যেকোনো অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অবশ্যই BMDC-এর পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। এ পরিস্থিতিতে BMDC যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।